কালো ড্র্যাগন

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্. এ.

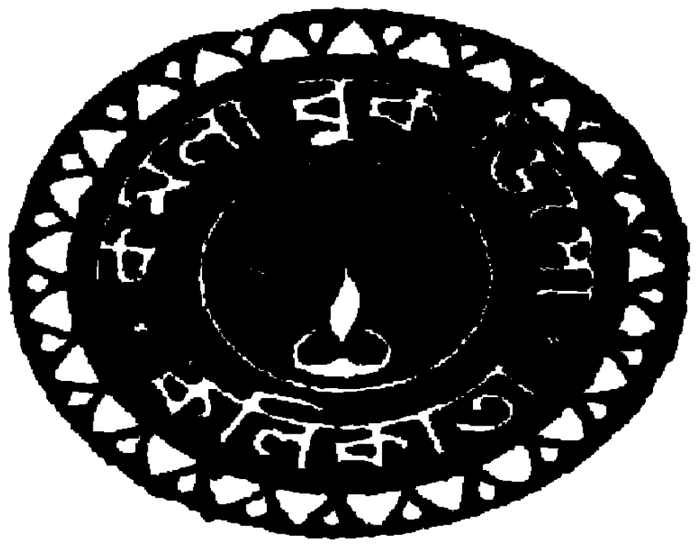

মুদ্রাকর :
শ্রীবিভূতি ভূষণ বি
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল্ রায়
কলিকাতা

ভূমিকা

ইং ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নানা জায়গা দেখবার স্বল্প সুযোগ ও সুবিধা আমার হয়েছিল। সেই সময় আমি প্রবাসী-ভারতীয়, চীনা, জাপানী, থাই, লাও এবং ব্রহ্মদেশীয় অনেক লোকের কাছ থেকে অনেক অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছি। তারই একটি কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত। যা'তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে বিদেশ সম্বন্ধে কোন-রকম ভ্রান্ত-ধারণা সৃষ্টি না হ'তে পারে এই জন্য বইখানিতে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হ'য়েছে এবং কোথাও ইতিহাস এবং ভূগোলকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্বন্ধে যথাসম্ভব নির্ভুল বিবরণই দেওয়া হ'য়েছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীদের মনের সরল এ্যাড্‌ভেঞ্চারের প্রলোভনকে কতকটা তৃপ্তি দেওয়াই আমার এই কাহিনী-রচনার মূল উদ্দেশ্য। তাদের ভাল লাগলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করব।

পরিশেষে, এই পুস্তক মুদ্রণে সহায়তা করবার জন্য 'কমলা বুক ডিপো'র কর্ত্তৃপক্ষকে এবং বিশেষভাবে উক্ত পুস্তকালয়ের প্রকাশক শ্রীসরোজনাথ সরকার, এম. এ. বি. এল্‌.কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি—

কলিকাতা
২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল।
ইং—১০।৩।৫১

শ্রীপরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

কালো অ্যাগেন

এক

শীতের সকাল, ইং ১৯৪৭ সাল। ঠাণ্ডা হাওয়া হিমালয়ের তুষারময় উপত্যকা থেকে গড়িয়ে এসে বেদুইনের মত হাজির হয়েছে বাঙলার শ্যামল সমতলে। সূর্য্যদেবের মিষ্টি কিরণ যেন তাকে আদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কুয়াসার আবরণ ভেদ করে।

ক'লকাতার কোন এক সম্ভ্রান্ত পল্লীতে একটি বিখ্যাত হোটেলের একটি সুসজ্জিত ঘরে বসে তরুণ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উৎপল রায় আনমনে তাকিয়ে আছে খোলা জানালাটা দিয়ে সুনীল আকাশের দিকে আর ভাবছে সাত-পাঁচ কথা। জীবনটা কি সত্যিই অর্থোপার্জ্জনের জন্য, না তার মধ্যে আছে আরো কিছু বৃহত্তর অর্থ অথবা সংজ্ঞা? সত্যিই এই একটানা দৈনিক জীবনধারা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। এর মধ্যে কি কোন ভাবেই কোন বৈচিত্র্য আনা যায় না? উৎপল এই রকম ভাবতে ভাবতে যখন শেষ সত্যে উপনীত হল যে এর চেয়ে একটা দুর্ঘটনা হওয়াও ভাল, এমন সময় বেয়ারা ট্রেতে করে তার প্রভাতিক জলখাবার এবং একটি নামের কার্ড নিয়ে এল। কার্ডটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে সেটা তুলে নিল। দেখল তা'তে লেখা আছে পুরোণো বন্ধু অজয় ব্যানার্জ্জির নাম। অজয় তার সঙ্গে এক কলেজেই পড়ত;

না জানিয়ে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব না। আমার কথামত চল্‌লে তুমি ও তোমার ভবিষ্যত বংশধরেরা চিরদিন ধনী হ'য়ে থাকবে। একটা রিভলবার সঙ্গে আনতে ভুলো না।

আশা করি ভাল আছ।

আমার আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

তোমার কাকা।

চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে উৎপল সেটা গম্ভীরভাবে অজয়কে ফেরৎ দিয়ে বলল "যতদূর সম্ভব, মনে হচ্ছে, কোন গুপ্তধনের ব্যাপার। ব্যাপারটা যে খুবই রোমাঞ্চকর সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এখন বল্ তোকে আমি কি সাহায্য করতে পারি।"

অজয় শান্ত ও অবিচলিত কণ্ঠে বলল "তোকে আমার সঙ্গে সিঙ্গাপুর যেতে হবে। তুই রাজী আছিস ?"

"এ বিষয় ত স্পষ্ট করে তোকে আগেই বলেছি। আমাকে যে মুল্লুকে সাহায্যের জন্য যেতে বলিস, সে মুল্লুকেই যাব। সিঙ্গাপুর ত ঘরের কাছে।

"কিন্তু তাতে যে তোর ব্যবসায়ের ভীষণ ক্ষতি হবে।"

"তা হোক্, আমি আমার অংশীদারের হাতে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্য ছুটি নেব।"

"আচ্ছা, কবে যাওয়াটা তুই সঙ্গত মনে করিস্ ?"

"আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির ছাড়পত্র

.....পকেট থেকে একখানা কালো চক্‌চকে রিভলবার
বার করে দরজার দিকে দুবার ঘোড়া টিপল

দেরী হ'লে, হয়ত আমাদের এক জনের প্রাণ খোয়া যেত। যে এসেছিল সে যে আমাদের সুহৃদ নয় সে বিষয় নিশ্চিত।

উৎপল বলল "আজ বোধ হয়, এক নূতন রহস্যের সুত্রপাত হ'ল। তোমার কাকার চিঠির সঙ্গে নিশ্চিয়ই এর কোন সংশ্রব আছে।"

"সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হয় যে আমাদের বেয়ারাটাকে কিছু জিজ্ঞেস করা ভাল।"

কথাটা উৎপলের খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হল। সে তখনই বেয়ারাকে ডাক্‌ল। তাকে এবং অন্যান্য লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে ঘণ্টা দুই আগে একজন সুশ্রী চীনা ভদ্রলোক হোটেলে 'বিলিয়ার্ড' খেলতে এসেছিলেন এবং এই মাত্র তিনি বেরিয়ে গেছেন।

তারা দু'জন হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলে যে, তিনি ঐ চীনা ভদ্রলোকটিকে চেনেন কিনা? তিনি মাথা নেড়ে বল্‌লেন যে তাঁর সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না।

অজয় এবং উৎপল তাদের নিজের ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা ঠিক করবার জন্য আবার নিজেদের ঘরে চলে গেল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রিভলবারটা পরীক্ষা করতে করতে উৎপল বল্‌ল "এবার থেকে আমাদের সাবধান থাকাই ভাল।"

"সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই," অজয় উত্তর দিল।

থেকে কি করে কথা আদায় করব। নিরীহ মিঃ হুয়াং ত ওর হাত থেকে সেদিন অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন।”

অজয় বুঝতে পারল মিঃ হুয়াংই তাদের হোটেলে হত্যা করতে এসেছিল। তাকে “নিরীহ” আখ্যা দেওয়ায় এত দুঃখেও সে না হেসে পারল না।

পরিচিত চীনা একবার তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীর স্বরে উত্তর দিল “আমাদের মাননীয় জেনারেল চেন্ লূর প্রবর্ত্তিত উৎপীড়নের ৬নং পন্থাটি অবলম্বন করলে সমস্ত মানুষেরই মুখ খুলে যায়; একটা বাঙালী ত সামান্য।” এই বিদ্রূপে ক্রোধে অজয়ের মুখ লাল হ’য়ে উঠল। সে ভাবল যে এটা যদি ইটালির রণাঙ্গন হ’ত তা হোলে এই কাপুরুষ কটাকে সে নিজে হাতে ‘মেশিন গান্’ দিয়ে মারত। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা ভীতি এবং তিক্ততাও এল। এরা তার ওপর কি রকম ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করতে চায় কে জানে! তবে একটা জিনিষ সে নজর করল যে এই চীনাদের মধ্যে প্রত্যেককেই উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। একটা জিনিষ তার মনে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। এরা কি সাধারণ দস্যু না চীনের কোন বড় রাজনৈতিক দলের সদস্য? অজয় যখন এইরকম ভাবছে তখন দেখতে পেল ক্যাপ্টেন লী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার কাছে বসল। তারপর সে ধীরে ধীরে তাকে প্রশ্ন করল “সিঙ্গাপুর থেকে আপনার কাছে কি খবর এসেছে জানালে আমরা অত্যন্ত বাধিত হব।”

নানা আলাপের ভেতর দিয়ে তারা লক্ষ্য করল যে নায়-সুচিত একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক। উৎপলের কাণ ব্যথা শুনে তিনি একগাল হেসে তাকে একটা chewing gum এর প্যাকেট দিলেন আর বল্লেন "এগুলো চিবোন, তা'হলে আপনার কাণব্যথা অনেকটা সেরে যাবে। হ'লও তাই—chewing gum চিবোনোর সঙ্গে সঙ্গে উৎপলের কাণব্যথা প্রায় সেরে গেল।

যথাসময়ে প্লেন সিঙ্গাপুরের 'এয়োরোড্রমে' পাক খেয়ে নামল। বিমান থেকে অবতরণ করবার সময় ভীড়ের মধ্যে অজয়ের মনে হল কে যেন তার পকেটে হাত দিল। দ্রুত পেছন দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল না কে তার পকেটে হাত দিল। অজয় কেবল দেখতে পেল কয়েকজন ইয়োরোপীয়ান এবং ইন্দোনেশীয় যাত্রিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নায়-সুচিত একজন বিমান কর্ম্মচারিকে যেন কি বোঝাচ্ছেন। উৎপল আগেই নেমে পড়েছিল। অজয় প্লেন থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পকেটে হাত দিয়ে দেখল সেখান থেকে কিছুই খোয়া যায়নি বটে তবে একটা ভাঁজ করা কাগজ রয়েছে। সেটা খুলে দেখল বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে "সবসময় সাবধানে থাকবেন, কাউকে বিশ্বাস করবেন না। আপনার শত্রুরা সিঙ্গাপুর ছেয়ে আছে। ইতি—বন্ধু"। অজয় উৎপলকে ব্যাপারটা বল্‌ল। সে বল্‌ল "আমার ভাই মনে হয়, এর সঙ্গে নায়-সুচিতের কোন সম্পর্ক আছে।" উৎপল বলল "যদিও তা' অসম্ভব নয়, আমরা তা'

জোরগলায় বলতে পারি না। তাছাড়া এতে তার কিই বা স্বার্থ থাকতে পারে ?”

“হয়ত এমন কিছু স্বার্থ থাকতে পারে, যা আমরা এখনও জানিনা।”

“সে যাই হোক্ এই অজ্ঞাত বন্ধুকে নমস্কার”, গাঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল উৎপল।

তারা দু'জন যথাসময় হোটেল এ্যাডেল্‌ফিতে (Adelphy) তাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে বিকেলবেলা ট্যাক্সি করে রওনা হল অজয়ের কাকার কাছে সেরাঙ্গুন রোড (Serangoon Road) দিকে। তাদের ট্যাক্সিটা যখন কোলম্যান ষ্ট্রীটে এসে পড়ল তখন তাদের মনে হল আর একটা ট্যাক্সি যেন তাদের গাড়ীটাকে অনুসরণ করছে। র‍্যাফ্‌লস্ (Raffles) যাদুঘরের কাছে পেছনের গাড়ীটা খুব কাছে এসে পড়ল। এমন সময় হঠাৎ অজয় মাথাটা নীচু করে উৎপলকে বলল, “মাথাটা নীচু কর্”। দু'জনেই মাথা নীচু করবার সঙ্গে সঙ্গে দুরুম্ করে একটা আওয়াজ হল এবং একটা উত্তপ্ত বুলেট গাড়ীর পেছনের কাঁচ চুরমার করে তাদের মাথার ওপর দিয়ে ছাদ ফুটো করে চলে গেল। অজয় আর উৎপল এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে ভয় পেল। যদি তা' কোন নিরীহ পথচারীর গায়ে লাগে ? এদিকে আরও কয়েকটা গুলি তাদের ট্যাক্সির গায়ে বিঁধ্‌তে লাগল। ঠিক্ এমন সময় একটা ষ্টেন্‌গান ছোঁড়ার আওয়াজ কাণে এল এবং প্রচণ্ড শব্দে অনুসরণকারী ট্যাক্সিটার দুটো টায়ার ফেটে

এই সহর! পথঘাট কত পরিস্কার! পথচারীদের মধ্যে অধিকাংশই চীনা; তবে ভারতীয় এবং ইয়রোপীয়ও অনেক আছে দেখতে পেল।

যথাসময় তারা তাদের গন্তব্যস্থলে এসে পড়ল। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তারা একটা বড় ফ্ল্যাট ধাঁচের বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। তার তেতলায় উঠে তারা একটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। পাশের ঘরগুলি থেকে মদ এবং চণ্ডুর উৎকট গন্ধ ভেসে আসছিল। অজয়ের কাকা যে ওই ঘরে থাকতেন, তারা জানতে পেরেছিল নিকটস্থ একজন মাদ্রাজী দোকানদারের কাছ থেকে।

কম্পিত হৃদয়ে অজয় দরজাতে আঙ্গুল দিয়ে মৃদু আঘাত করল। কিছুক্ষণ পরে একজন বুড়োমতন চীনা দরজাটা খুলে দিল। তারা পরিচয় দিলে সে তাদের ভেতরে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তারা দেখ্‌তে পেল একটা খাটিয়ার ওপর একজন রুগী শুয়ে আছে। তার পাশে একটা টেবিলের ওপর নানা রকম ওষুধের শিশি। কাছে গিয়ে অজয় চিনতে পারল সেই তার কাকা অতীশ ব্যানার্জ্জি। তিনি জেগে ছিলেন। অজয়কে দেখে অকস্মাৎ তার পাণ্ডুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অজয় আর উৎপল তার রুগ্ন এবং মুমূর্ষু অবস্থা দেখে অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করল।

প্রহার করতে লাগল। সে নিষ্ঠুর এবং অপমানজনক দৃশ্য কাউরির পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।" বলতে বলতে অতীশবাবু উত্তেজিত হ'য়ে পড়লেন এবং কয়েক সেকেণ্ড দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন "আমি তখন হতভাগ্য তামুরার সামনেই ছিলাম এবং আর সহ্য করতে না পেরে যারা চাবুক মারছিল তাদের একজনের হাত থেকে হঠাৎ একটা চাবুক কেড়ে নিয়ে তাদের পাগলের মত এলোপাতাড়ি মারতে লাগলাম। ফলে ভীষন গোলমাল আরম্ভ হ'য়ে গেল এবং আমিও তাদের মারে অচৈতন্য হ'য়ে পড়লাম। পরে শুনলাম দু'জন আমেরিকানও আমার মারে অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে আহত হ'য়েছিল।

এই ব্যাপারটা নিয়ে জেলে খুব হৈচৈ পড়ে যায় এবং পাছে গোলমালটা খুব ছড়িয়ে যায় এই ভয়ে জেলের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপার থেকে আমাকে ও তামুরাকে রেহাই দেয়। যাহোক এই ঘটনার পর থেকে তামুরার আমার ওপর ভালবাসা শতগুণ বেড়ে গেল। একদিন সে জানতে পারল শিগ্‌গিরই তার টোকিও যেতে হবে। সেখানে যুদ্ধবন্দী হিসাবে তার হবে বিচার এবং তার ফল যে মৃত্যুদণ্ড এ বিষয় তার কোন সন্দেহ ছিলনা। তাই একদিন সে আমাকে আড়ালে ডেকে বল্‌ল, মিঃ ব্যানার্জ্জি আজ আমি আপনাকে এক অমূল্য গুপ্তধনের সন্ধান দেব। এরপর সে আমাকে জানাল জেঃ তেরুচির প্রেরিত সোনার তালগুলি এখন কোথায় আছে। এই সোনা নাকি

বার করে দস্যুদের দিকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল। বিপক্ষ থেকেও কয়েক 'রাউণ্ড' গুলি তাদের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। তারপর যে কি হ'ল ঠিক বোঝা গেলনা, তবে কিছুক্ষণ পরে ধোঁয়া কেটে গেলে তারা দেখতে পেল ঘর শূন্য এবং কিছু রক্তের দাগ ও বোমার আঘাতে উৎক্ষিপ্ত 'সিমেণ্টের' টুক্‌রো ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। নিদারুণ উত্তেজনার মধ্যে উৎপল জিজ্ঞেস করল "তুই কি ছুড়েছিলি?" অজয় উত্তর দিল "একরম খুব ছোট ধরণের বিদেশী বোমা।"

তুই কি মনে কর্‌ছিস আমাদের বোমা এবং রিভলবারের গুলিতে চীনাদের মধ্যে কেউ আহত হ'য়েছে?"

"নিশ্চয়ই তা' হ'য়েছে। রক্তের দাগই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

হঠাৎ বাড়ীটাতে এবং রাস্তায় যেন কাদের ভীষণ হৈচৈ শোনা গেল। একবার তার কাকার শায়িত দেহের দিকে তাকিয়ে অজয় ভারীকণ্ঠে বল্‌ল "আর দেরী নয়। নিশ্চয়ই শব্দ শুনে লোকজন এবং পুলিশ এদিকে ছুটে আসছে। এবার আমার মনে হয় পুলিশের কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ না দেওয়াই ভাল। তাছাড়া, তারা আমাদের ওপরই সন্দেহ করবে এবং ফলে আমাদের গুপ্তধনের ম্যাপও তাদের হাতে চলে যেতে পারে। এখন আমাদের আর দেরী না করে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।"

"কিন্তু মৃত কাকার কি হবে?" ত্বরিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল উৎপল।

"এখন শোকের সময় নয়, তার ব্যবস্থা সিংগাপুর পুলিশই করবে। তুই ভাবিসনা আমি সোনার লোভে ঐ কথা বলছি। পুলিশ আমাদের ধরলে নিশ্চয়ই দু'জনকেই ফাঁশী দেবে। ছাড়া পেলেও তা' এক দীর্ঘস্থায়ী মোকদ্দমার ব্যাপার হবে। এতে দেশে নিদারূণ কলঙ্কের সৃষ্টি হবে। তবে জানিস রূগ্ন কাকাকে অন্তিম মুহূর্ত্তে গুলি করে এইরকম পাশবিকভাবে হত্যা করার প্রতিশোধ আমি নেব।"

জনতার পদশব্দ আরো কাছে আসতে লাগল। দু'জনে আর কালবিলম্ব না করে দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'ল এবং ক্ষিপ্র পদে জনতাকে ফাঁকি দিয়ে সেরাঙ্গুন রোডে এসে পড়ল। সেখান থেকে একটা 'ট্যাক্সি' করে 'এ্যাডেল্‌ফি' হোটেলে পৌঁছতে তাদের বিশেষ সময় লাগলনা।

সেখানে নিজেদের ঘরে বসে দরজাটা ভাল করে আট্‌কে অজয় আর উৎপল গুপ্তধনের নির্দ্দেশ-মূলক কাগজটির ভাঁজ খুলতে লাগল। খুলে দেখতে পেল ওপরে একটা বড় কাগজ। তা'তে মনে হ'ল জাপানী অক্ষরে ধাঁধাঁর মত কি সব লেখা আছে। সেটা পড়ে তারা কিছুই বুঝতে পারলনা। কিন্তু সেই কাগজটার তলে দেখ্‌ল আর একটা ছোট কাগজ রয়েছে, তা'তে বাঙলায় বড় কাগজের সংক্ষিপ্ত অর্থ দেওয়া আছে। অজয় বল্‌ল "নিশ্চয়ই কাকা কর্ণেল তামুরার সাহায্যে এই অর্থ লিখেছেন।"

উৎপল উত্তর দিল "ঠিক্ বলেছিল, তার ওপর তিনি আবার

বাঙলায় লিখেছেন হয়ত চীনা দস্যুদের কাছে জিনিষটা আরও দূর্ব্বোধ্য ঠেক্‌বে বলে।”

“সত্যিই কাকার বুদ্ধিকে তারিফ করতে ইচ্ছা করে। জিনিষটা সহজ কিন্তু কত কার্য্যকারি।”

“আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়ছে,” উৎপল ব্যাগ্রভাবে বল্‌ল “কাকা মরবার আগে কি বলতে যাচ্ছিলেন ?”

“শেষ কথাটিতো মনে পড়ছে অনেকটা, ‘সাবধান কুয়োমিন্‌টাং’ এর মত।”

“কুয়োমিন্‌টাং ত’ চীনদেশে জেনারেল চিয়াং কাইশেক শাসিত সরকারি গভর্ণমেণ্টের নাম। তার সঙ্গে এই দস্যুটার কি সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে ?”

“সেটা সত্যিই ভাব্‌বার বিষয়” একটা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিল অজয়। “আমার একটা সন্দেহ হয়।”

“কি ?”

“চীনের ‘কুওমিন্‌টাং’ গভর্ণমেণ্ট এই সোনা নেবার চেষ্টা করছে না ত ?”

“তাহ’লে ত ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। আমাদের জীবন সংশয়ের সম্ভাবনাও ত পদে পদে। তবে একটা কথা জেনে রাখিস ; এর মধ্যে একটা আশার আলো আছে।”

“সেটা কি ?” বলেই এক নিমেষ পরে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে অজয় বলে উঠল “ও, বুঝতে পেরেছি। তুই সেই অজ্ঞাত বন্ধুর কথা বলছিস্, যে আমাকে ক’লকাতায় বাঁচিয়েছে·· ···”

বলে কিছু ঢাকা-চাপা দিয়ে তাদের পরিচয় দিল। সৌজন্যমূলক আলাপের মধ্যে আবিষ্কৃত হ'ল মেয়েটির নাম মিস্ চুয়ান।

কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর সে তাদের মধ্যে একজনকে তার সঙ্গে নাচতে অনুরোধ করল। উৎপল নাচতে জানতো না, তাই সে প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু অজয়ের কাছে এই Ball-নাচ একটি অত্যন্ত পরিচিত ব্যাপার। বিদেশে সে অনেকবারই এই নাচে যোগ দিতে বাধ্য হ'য়েছে। তাই সে মহিলার সম্মান রক্ষার্থে এই নাচে যোগ দিল।

কিছুক্ষণ নাচ চলবার পর হঠাৎ দুম্ করে একটা রিভল-বারের গুলীর আওয়াজ কাণে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে মিস্ চুয়ান অজয়কে ছেড়ে দৌড়ে কোথায় যেন পালিয়ে গেল। ঘরে আরম্ভ হ'য়ে গেল এক প্রচণ্ড হট্টগোল। কেউ কেউ কোটের পকেট থেকে রিভলবারও বার করল। কি যে, হ'ল ব্যাপারটা পরিস্কার বোঝা গেল না। উৎপল ছুটে এল।

তার নজরে পড়ল মাটিতে একটা ছোট্ট শাণিত ছুরি। উৎপল সেটা কুড়িয়ে নিল। সকলের উৎসুক-দৃষ্টি পড়ল তারদিকে। 'হলে' একজন অষ্ট্রেলিয়ান মিলিটারি ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছোরাটা হাতে নিয়ে তার ফলাটা ভাল করে পরীক্ষা করে বল্লেন যে তা'তে বিষ মাখান আছে। অজয় শিউরে উঠল। সে বুঝল যে সে অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে। ওই ধারাল অস্ত্রটি তার দেহে যদি একটুও প্রবেশ করত, তাহ'লে, হয়ত, সিঙ্গাপুরেই তার আয়ু সম্পূর্ণ

পেতে চায়, তবে আমাদের হত্যা করতে চাইছে কেন? কারণ আমরা মরে গেলে ওরা গুপ্তধনের খবর পাবে কি করে?

"তোর দুটো যুক্তিকেই, হয়ত, সহজেই ভুল প্রতিপন্ন করা যায়।"

"কি করে?"

"প্রথম কথা যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই যে কোন হীন কাজ করা সম্ভব। কারণ, সাধারণতঃ রাজনৈতিক কারণে কোন কিছু হীন কাজ করাই অপ্রচলিত নয়। আবাহমন কাল থেকে—দেশপ্রেম এবং রাজনীতির নামে অনেক জঘন্য ও নারকীয় কাণ্ড সংঘটিত হ'য়ে আসছে। এর বিরুদ্ধে ইতিহাস কোনকালেই তেমন করে প্রতিবাদ করেনি।

"সেটা না হয় বুঝলাম যে 'কুওমিণ্টাং' পার্টির টাকার দরকার, তাই তার দলের লোকরা 'মিচিগান' রণপোতের সোনার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু আমার দ্বিতীয় যুক্তি খণ্ডন করবে কি করে?"

"এমনও হ'তে পারে যে, আমাদের শত্রুরা সকলেই একমত নয়। কেউ কেউ, হয়ত, আমাদের চেষ্টা দেখে আগেই আমাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে চায়, যাতে সেই সোনা কোনদিনই আমাদের হস্তগত না হয়। তারা, হয়ত, ভাবছে অন্য উপায়ে একদিন না একদিন সেই সোনা তারা পাবেই।"

"তোর কথা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু একটা জিনিষ এখন নিতান্ত রহস্যময় হয়ে আছে।"

"সেটা কি ?"

"কে আমাদের এই অজ্ঞাত বন্ধু ?"

"ভবিষ্যতে, হয়ত, আমরা তা' জানতে পারব। কিন্তু এখন সেটা সত্যিই অদ্ভুতভাবে রহস্যময়।"

"তবে একটা কথা আমার মনে হ'চ্ছে এবং সেটা ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে।"

"কোন্ কথাটা ?"

"আমাদের অজ্ঞাত বন্ধু নিশ্চয়ই 'কুওমিণ্টাং'এর বিরোধী। অবশ্য তোর কথামত যদি আমাদের শত্রুরা সত্যিই সেই চীনা দলের সভ্য হ'য়ে থাকে।"

এই আলাপের পর দু'জন ঠিক করল যে এই ব্যাপার নিয়ে হোটেলে কোন হৈ চৈ করবে না। কারণ তাতে তাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'তে পারে।

ছয়

পরদিন সকাল থেকে অজয় আর উৎপলের প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল যত সত্বর সম্ভব উজোং-সালাং অথবা পুকেত দ্বীপের দিকে রওনা হওয়া। জাহাজ কোম্পানীগুলোতে 'ফোন' করে তারা জানতে পারল যে অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে কোন যাত্রিবাহী কিম্বা মালবাহী জাহাজ ওই দ্বীপের দিকে রওনা হবে না। এতে অজয় এবং উৎপল রীতিমত হতাশ হ'য়ে পড়ল। হোটেলের ম্যানেজারকে

"কিন্তু, দেখ্ তা'তে অনেক অবাঞ্ছনীয় গোলযোগ হ'তে পারে। এই ট্রেনে শত্রুরা নিশ্চয়ই পিছু নেবে এবং ফলে আমাদের হয়ত অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকবে।"

"তবে চল্ ম্যানেজারের কাছে একবার যাই। তিনি এর মধ্যে আমাদের জন্য কিছু বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন কিনা কে জানে।" বল্‌ল অজয়।

হোটেলে ফিরে যেতে ম্যানেজার ভদ্রতা করে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাদের বসতে বলে তিনি বল্‌লেন "দেখুন খবর পেলাম আজ দুপুরে আড়াইটার সময় টিনবাহী একটা ছোট জাহাজ যাচ্ছে "পুকেত" দ্বীপের দিকে। আপনারা কি সেটাতে যেতে রাজী আছেন? আপনাদের থাকা খাওয়ার খুব অসুবিধে হবে না।"

উৎপল জিজ্ঞেস করল "জাহাজটি'র মালিক কে আপনি কি তা' দয়া করে বলতে পারেন?"

"মালিক একজন 'ইন্দোনেশীয়' উত্তর দিলেন ম্যানেজার "এবং তিনি বড় ভাল লোক" যোগ দিলেন তিনি।

"জাহাজটির নাম কি বলতে পারেন?" অজয় প্রশ্ন করল।

"এস্, এস্, সুস্বা" জানালেন ম্যানেজার।

খাণিকক্ষণ আলাপের পর তারা ম্যানেজারকে জানাল যে ওই জাহাজেই তারা 'পুকেত' দ্বীপে যেতে রাজী। কারণ তাড়াতাড়ি না করলে তাদের একটা ব্যাবসার ব্যাপার সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। বলাবাহুল্য এই কথাটি সর্বৈব মিথ্যা।

কোন্ সময় আমাদের কিভাবে আক্রমণ করবে সেটা বলা মুস্কিল।”

“দেখা যাক্ কি হয়। আশা করি সিঙ্গাপুরের দরিয়ায় একটা ‘ট্রাফাল্‌গারে’র যুদ্ধ হবে না।”

অজয়ের কথায় উৎপল হেসে ফেল্‌ল।

খানিকক্ষণ পরে “সুম্বা” জাহাজের একজন কর্ম্মচারি তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। তখন দুপুর দুটো। কর্ম্মচারিটির নাম মিঃ দেদীপ্যমান।

তিনি জাহাজের মালিকের মত একজন ইন্দোনেশিয়ান। তিনি জানালেন যে S. S. Sumba ডক্ থেকে আধ মাইল দূরে সমুদ্র-বক্ষে “মূর” (Moor) করে আছে। একটা সাধারণ ডিজেল ইঞ্জিন চালিত নৌকোয় জাহাজে উঠ্‌তে হবে।

উৎপল জিজ্ঞেস করল “জাহাজ ডকের ধারে নোঙ্গর করেনি কেন?”

“তার কারণ বড় বড় জাহাজগুলোই, সাধারণতঃ, সিঙ্গাপুর ডকের ধারে নোঙ্গর করবার অনুমতি পায়। ছোট শ্রেণীর জাহাজ সে অনুমতি পায় না।”

একটু মুচ্‌কে হেসে জবাব দিলেন মিঃ দেদীপ্যমান।

“কিন্তু এত জাহাজের মধ্যে ‘সুম্বা’কে চিন্‌ব কি করে?”

প্রশ্ন করল অজয়।

“আপনাদের সে বিষয় ভাবতে হবে না। আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। দূর থেকে ‘সুম্বা’কে সহজেই চিন্‌তে পারবেন তার

'Funnel' এর রঙ দেখে। Funnel এর রঙ নীচ থেকে ওপর পর্য্যন্ত তিনভাগে সবুজ, সাদা এবং নীল।" উত্তর দিলেন ইন্দোনেশীয় নৌ-কর্ম্মচারি।

তারা তিনজন তাড়াতাড়ি একটা ছোট 'ডিজেল' ইঞ্জিন চালিত নৌকোয় চেপে বসল।

ধীরে ধীরে ঢেউয়ের ওপর দূলতে দূলতে নৌকা চলতে লাগ্‌ল দূরের দিকে। মিঃ দেদীপ্যমান এদিক ওদিকার নানা জাহাজ দেখিয়ে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে লাগলেন। অজয় এবং উৎপল তার কথা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল। তাদের মনে হ'তে লাগল, কি রোমাঞ্চকর এই সিঙ্গাপুর! কত অসংখ্য জাহাজ এখানে ভিড় করে আছে। কত ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে তারা ভেসে উপনীত হ'য়েছে এখানে! নিয়ে এসেছে কত সুদূরের বারতা।

হঠাৎ ঘস্ ঘস্ শব্দে তারা সচকিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অজয় ডাইনে সমুদ্রের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করে উৎপলকে বল্‌ল "চেয়ে দেখ্"। উৎপল এবং মিঃ দেদীপ্যমান চেয়ে দেখল তিনটি 'মোটর বোট' তাদের দিকে তীব্র বেগে জল কেটে আসছে।

"নৌকো তিনটের হাল-চাল ত বিশেষ সুবিধের মনে হ'চ্ছে না", ইংরাজিতে মন্তব্য করল উৎপল।

মিঃ দেদীপ্যমান ব্যাপারটি প্রথমটা হাল্কাভাবে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। তিনি বল্‌লেন "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আজ বোধ হয়

উৎপল একবার ঠাট্টা করে বল্‌ল "তোর কাছে ত দেখছি অনেক রকম গোপন অস্ত্র থাকে। এরপর কোন বিপদের সময় হয়ত দেখব যে, তুই একটা বড় ক্রুপ্‌ কামান বার করেছিস। তোর দ্বারা দেখ্‌ছি কিছুই অসম্ভব নয়।" তার কথা শুনে অজয় মৃদু মৃদু হাসতে লাগল এবং বল্‌ল "অস্ত্রগুলো এত গোপন করে রাখি বলেই ত শত্রুরা টের পায় না এবং ফলে পর্য্যুদস্ত হয়। সব সময় জেনে রাখিস্‌ আমাদের পেছনে গোপন চক্ষু ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

আট

'সুম্বা' জাহাজে উঠবার পর অজয় এবং উৎপল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জাহাজের ক্যাপ্‌টেন মিঃ সহদেব তাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করলেন। তিনি তাদের জাহাজের সবচেয়ে ভাল কামরাটি দিলেন। তিনি ভারী আলাপী লোক। মিঃ দেদীপ্যমানের কাছে থেকে সব ঘটনা শুনে তিনি তার আন্তরিক সহনাভুতি জানালেন। বল্লেন "আজকাল ওই রকমই হচ্ছে। কি যে খারাপ দিন পড়েছে আজকাল, তা আর বর্ণনা করা যায় না। বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ চীণ-সাগরে আমি আজ বিশবছর ধরে জাহাজ চালাচ্ছি। কোন দিন কোন গোলমাল হয়নি, কিন্তু যুদ্ধ থামবার পর এই কয়েক বছর ধরে এই দুই দরিয়ায় যা জল-দস্যুদের উৎপাত হ'চ্ছে,

এই রকম যাওয়া আসার খেলা। উৎপল রেলিংএ ভর দিয়ে অজয়কে বল্‌ল "সত্যিই ভাই দেশে বসে থাকলে জগৎকে ঠিক্ চেনা যায় না। ফুলের পাপ্‌ড়ির মত যেন এর নানা রূপ চারদিকে মেলে রয়েছে।"

"আমারও তাই মনে হয়" উত্তর দিল অজয় "এই জন্যই সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দু মহাজ্ঞানীরা সমগ্র সৃষ্টিকে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের সঙ্গে তুলনা দিতেন। কথাটা একটা মহান সত্য।"

তারা যখন এইরকম আলাপে মগ্ন এমন সময় একজন চীনা বেয়ারা এসে ডাকল তাদের বৈকালিক চা পান করতে। স্মীত হাস্যে উৎপল অজয়কে বল্‌ল "হিমালয়ের পত্র-রস নিষ্কাসন করা হ'য়েছে। সে এখন আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। তাকে পান করে পুলকিত হবে চল।"

"তুমি আগে চল, আমি তোমার অনুগমন করি।" জানাল অজয়।

চা খেতে খেতে দু'জনে খুব সাবধানে এবং আস্তে আস্তে বাঙলায় আলাপ করতে লাগল গুপ্তধনের বিষয় নিয়ে। অজয় বল্‌ল "এই জাহাজেও আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

"কেন?" বল্‌ল উৎপল।

"এই জাহাজে দেখছি অনেক চীনা এবং মালয় খালাসী আছে। তাদের কার কি উদ্দেশ্য কে জানে?"

ঘা পড়ল। উৎপল বুঝল কেউ ভেতরে আসতে চাইছে। তার সারা দেহ উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। তবে কি শত্রু আসছে? সে আর ভাবতে পারল না। তাড়াতাড়ি অজয়কে ঘুম থেকে জাগিয়ে ব্যাপারটা বলে এক হাতে পিস্তলটা ধরে ধীরে দরজার অর্গল খুলে হঠাৎ সেটা খুলে দিল। খুলেই দেখল মিঃ দেদীপ্যমান দাঁড়িয়ে আছেন একটা 'ওয়াটার প্রুফ' গায়ে দিয়ে। মুখ তার অত্যন্ত গম্ভীর। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারে। উৎপল তাড়াতাড়ি রিভলবারটা পকেটে রেখে তাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ করল। ইন্দোনেশীয় ক্যাপ্‌টেন কেবিনে ঢুকে তার দরজা আটকে দিয়ে একটা গদী-আঁটা বেঞ্চের ওপর ধপ্‌ করে বসে পড়লেন। তার বর্ষাতির গা বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়তে লাগল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বল্‌লেন "এখন আমি কোন সুসংবাদ নিয়ে আসিনি। আপনাদের এ সময় ঘুমের ব্যাঘাত করবার জন্য সত্যিই আমি লজ্জিত। আপনাদের একটা খুব বড় বিপদ আসছে। সেই জন্যই আপনাদের সাবধান করতে এসেছি।"

"বিপদটা কি?" জিজ্ঞেস করল অজয় এক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

"আপনাদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে।"

"কারা এই ষড়যন্ত্র করছে? এবং কেনই বা করছে?" জিজ্ঞেস করল অজয় তার মনের ভেতরকার ভাব গোপন করে।

"আপনাদের বিরুদ্ধে কেন ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে, সে খবর আমি রাখিনা; তবে এইমাত্র আমি নিজ কানে আড়াল থেকে চীনা

এবং মালয় খালাসীদের মধ্যে আলাপে শুন্‌তে পেলাম যে,—কাল ভোরের আগে আপনাদের দু'জনকে হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। আমি বাধা দিলে নাকি আমাকেও বিনা-দ্বিধায় হত্যা করা হবে। সুতরাং, আমি আপনাদের জানাতে এসেছি, আপনারা সাবধান হ'ন।"

"কিন্তু এতলোকের বিরুদ্ধে আমাদের আত্ম-রক্ষা করা যে এক্‌রকম অসম্ভব। কোন অস্ত্র দিয়েই ত এতগুলি দস্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ নয়।" উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌ল উৎপল।

"কিন্তু আপনাদের ত আমি দস্যুদের হাতে এমনভাবে কুকুরের মত মরতে দিতে পারিনা" বল্‌লেন মিঃ দেদীপ্যমান।

"কিন্তু কি করে বাঁচব বলুন।" হতাশার সুর মিশিয়ে বল্‌ল অজয়।

"আমি অবশ্য একটা উপায় বার করেছি, জানিনা সেটা আপনাদের পছন্দ হবে কিনা। আমি এখনই একটা 'লাইফ্‌ বোট' সমুদ্রে নাবিয়ে দেব। আপনারা তা'তে করে চলে যান। সঙ্গে দিঙ-নির্ণয় যন্ত্র, মানচিত্র, খাবার জল. সব থাকবে।"

"সেই বন্দোবস্ত করতে ত সময় লাগবে।" বল্‌ল উৎপল।

"ইতিমধ্যে আমার আর্দ্দালিকে বলে দিয়েছি। এতক্ষণে বোধ হয়, সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেছে।" বল্‌লেন ক্যাপ্‌টেন।

অজয় বল্‌ল "মিঃ দেদীপ্যমান, সত্যিই আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কি করে যে এই ঋণ শোধ করব তা' ভেবে

হবে। মিঃ দেদীপ্যমান যে খাবার এবং জল দিয়েছেন তা' আর তিন দিনের বেশী চল্‌বে না।"

কিন্তু ওখানে পৌঁছোতে ত অনেক সময় লাগবে।"

"যতক্ষণই লাগুক, মরার আগে পৌঁছতে পারলেই হোল।"

"তা' না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি জলাঞ্জলি দেব ?"

"না, কক্‌খনো নয়। তবে অবশ্য সবই ভগবানের হাতে।"

"ঠিকই বলেছিস। ভগবানের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক্।"

এইভাবে অসীম কষ্টের মধ্যেও উৎপল এবং অজয় কথা-বার্ত্তার মধ্য দিয়ে সময় কাটাতে লাগল। তারা বুঝে নিল পৃথিবীর সত্যিকারের দর্শন যে'—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ে উজ্জ্বল আশা পোষণ করা উচিত। হতাশা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ।

বেলা প্রায় বারটার সময় উৎপল হঠাৎ চেচিয়ে অজয়কে বল্‌ল "উত্তর দিকে চেয়ে দেখ্‌ একটা পালতোলা 'জাঙ্ক্' আসছে।" অজয় চেয়ে দেখল সত্যিই তাই ; অনেক দূরে একটা পালতোলা জাহাজ যাচ্ছে। সে কিছু হতাশ হ'য়ে বল্‌ল "ওর লোকদের ডাকা ত দেখছি অসম্ভব। এতদূর দিয়ে 'জাঙ্ক্'টা যাচ্ছে !"

"আমার মনে হয় জাহাজটি আধ-ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কাছে চলে আসবে ; কারণ ওটা চলছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে।" বল্‌ল উৎপল।

"তা' হ'তে পারে।"

"একটা বুদ্ধি করা যাক্।"

"কি ?"

"সুট্‌কেস্ খুলে বিছানার সাদা চাদরটা বার করে বাতাসে ওড়ান যাক্।"

"খুব ভাল বলেছিস্। ওটা একটা বৈঠার মাথায় বেঁধে ওড়ালে, বোধ হয়, সব চেয়ে ভাল হয়। কারণ তা' হলে অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে।"

"তথাস্তু, ওটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

উৎপল আর অজয় একটা লম্বা বৈঠার মাথায় একটা সাদা বিছানার চাদর বেঁধে দু'জনে মিলে ওড়াতে লাগ্‌ল। বৈঠাটা ভারী বলে একজনের জোরে সেটা কুললো না। তাদের নৌকোকে জাহাজের লোক দেখতে পেল কিনা বোঝা গেল না। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে 'জাঙ্ক্'টা খুব কাছে এসে পড়ল। এবার তাদের চাদর ওড়ানো বোধ হয়, 'জাঙ্কের' নাবিকরা স্পষ্ট দেখতে পেল। কারণ 'জাঙ্ক্'টা ধীরে ধীরে তাদের দিকে আসতে লাগল। অজয় আর উৎপলও প্রাণপণে নৌকোটা জাহাজের দিকে বাইতে লাগল। তারা বুঝ্‌ল তাদের মুক্তির আর বেশী দেরী নেই। কিছুক্ষণ পরেই তারা হয়ত পাবে উপযুক্ত খাদ্য এবং প্রচুর বিশ্রাম।

একযোগে একটা লাঠির মত জিনিষের মাথায় সাদা কাপর উড়িয়ে "বজ্রপূণ্যে"র দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। তারপর একমুহূর্ত্তে তার ভয়ের ভাব কেটে গেল এবং এক স্বাভাবিক মানবতার আহ্বানে নাবিকদের হুকুম দিলেন নৌকোটার দিকে জাহাজ চালাতে। কারণ ওই হতভাগ্য দু'জন লোককে তার উদ্ধার করতেই হবে· বলা বাহুল্য, দু'জন বিপন্ন বাক্তি অজয় এবং উৎপল। আসল ব্যাপারটা শুনে যদিও নাবিকদের ভয় এবং উদ্বেগ এক নিমিষে কেটে গেল, কিন্তু অনুপম যেন কেমন হ'য়ে গেল। এই ঘটনার পর সে আর কোন দিন খালাসীদের ওপর মুরুব্বিয়ানা করেনি। এরপর জাহাজের নাবিকরা মাঝে মাঝে আলাপ করত যে এর চেয়ে সত্যি সত্যি জলদস্যুরা আক্রমণ করলে হয়ত ভাল হ'ত। তবুও অনুপমের সব মজাদার গল্প শোনা যেত।

বার

'বজ্রপূন্য' জাহাজের একটা মাস্তুলের নীচে দাঁড়িয়ে অজয় এবং উৎপল কথা বলছে ক্যাপ্‌টেন সুদীপ্তের সঙ্গে। তারা যে ওই জাহাজের নাবিকদের দ্বারাই উদ্ধারপ্রাপ্ত হ'য়েছিল সে কথা এখানে বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

"পুকেত আর কতদূরে?" অজয় জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্‌টেনকে।

"আর বেশী দেরী নেই পৌঁছতে। পুকেতের বন্দর এখান

থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে।” উত্তর দিলেন মিঃ সুদীপ্ত কতকটা সহানুভূতির সঙ্গে সামনের এক স্পষ্ট উপকূল রেখার দিকে তাকিয়ে। কারণ, তিনি শুনেছেন যে একটি জাহাজ ডুব্‌বার উপক্রম হওয়াতে অজয়রা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের জীবন-তরিতে।

“আচ্ছা একটা কথা বলতে পারেন? ওই বন্দর থেকে ‘খাও ওয়াং’ পাহাড় কত দূরে?” জিজ্ঞেস করল উৎপল।

“মাত্র দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে।” জবাব দিলেন ক্যাপ্‌টেন।

“আচ্ছা, ওই পাহাড়ে যাবার কোনও পথ আছে? আমরা ওখানে একবার যেতে চাচ্ছি, কারণ আমরা শুনেছি যে, ওখানে একটা মস্তবড় প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ আছে।” প্রশ্ন করল অজয়। বলাবাহুল্য তার বাক্যের দ্বিতীয়ার্দ্ধটি একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা। ওই রকম একটা কিছু বানিয়ে না বললে ক্যাপ্‌টেনের মনে তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কোন অহেতুক সন্দেহ জাগরূক হওয়া বিচিত্র হ’তনা।

“যাবার একটা সরু পায়ে চলা পথ আছে বলে ত জানি। কিন্তু ওরকম কোন মন্দিরের কথা আমি শুনিনি। তবে আপনারা যা শুনেছেন তা’ সত্যিও হ’তে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই সব জায়গায় যে কত প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে তা’ গুনে শেষ করা যায়না।” বল্‌লেন মিঃ সুদীপ্ত।

“ঠিকই বলেছেন, এগুলো সম্বন্ধে ভাল ঐতিহাসিক এবং

অরন্যানীর মধ্য দিয়ে। যেতে, যেতে অজয় বল্‌ল "দেখ ইংরাজিতে Sixth sense বলে একটা কথা আছে। এর মানে কোন কিছু আগের থেকে অকারণে অনুভব করবার ক্ষমতা। এখন আমার এই sixth sense এ কি হ'চ্ছে জানিস? আমার মনে হ'চ্ছে কে বা কারা যেন অশরীরীর মত আমাদের দু'জনকে অনুসরণ করছে।"

"তা' হ'তে পারে, কারণ Sumbar চীনারা নিশ্চয়ই আমাদের আগে এই দ্বীপে পৌঁছে গেছে" বল্‌ল উৎপল তার পকেটের রিভালবারটাকে দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে।

এইভাবে কয়েক মিনিট এগোবার পর অজয়ের অনুভূতিই সত্যি বলে প্রমাণিত হ'ল। হঠাৎ তারা খুব কাছে কর্কশ ইংরাজি শব্দে শুন্‌তে পেল "মাথার ওপর হাত তুলে ওইখানে দাঁড়াও। এক পা নড়লেই গুলি করে হত্যা করব।"

একমুহূর্ত্ত ভাববার অবকাশ পাবার আগেই তারা প্রায় বার, তের জন রাইফেলধারী চীনাদ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে গেল। তাদের দু' একজনকে তারা 'সুম্বা' জাহাজের খালাসী হিসাবে চিন্‌ল। অজয়ের মনে হ'ল একজনকে সে কলকাতায় চীনাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সময় দেখেছে। তারা দু'জন মাথার ওপর হাত তুলতে বাধ্য হ'ল। চীনাদের মধ্যে একজন অজয় ও উৎপলের রিভলবার, এবং 'ষ্টেনগান' ভরা ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে দূরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তাদের নেতা একজন

"মিঃ ব্যানার্জ্জি, আপনাকে আর এক মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যে সেটা না দিলে আমরা জোর করে সেটা নিয়ে নেব এবং আপনাদের এইখানেই হত্যা করব। নক্সাটা দিয়ে দিলে আমরা হলপ করে বলছি, আপনাদের ছেড়ে দেব।"

"সত্যিই ছেড়ে দেবেন ?" বল্‌ল অজয়।

"এই দেখুন, তা' হ'লে সেটা আপনাদের কাছে আছে।

নিশ্চয়ই আপনাদের ছেড়ে দেব। নক্সাটা দিয়ে আমাদের কাজ, সেটা আমাদের পেলেই হ'ল।"

উৎপল অজয়কে বাঙলায় বল্‌ল "ওটা দিয়ে দে। এই পশুগুলোর হাতে বেশীক্ষণ থাকা সমিচীন নয় বলে মনে হচ্ছে।"

ক্যাপ্‌টেন উ তার হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার প্রস্তাবিত মিনিট উত্তীর্ণ হবার আগেই অজয় একটুক্‌রো কাগজ তার হাতে তুলে দিল তার পোষাকের এক গোপন পকেটে হাত দিয়ে। "এবার আমাদের ছেড়ে দিন" সে বলে উঠ্‌ল।

'হো, হো' করে একটা পৈশাচিক হাসি হেসে চীনা অফিসারটি বল্‌লেন "না আপনাদের এখন মরতে হবে।"

"এ বিশ্বাসঘাতকতা" বল্‌ল অজয়। ক্যাপ্‌টেন উ এর প্রত্যুত্তরে ঠাস্ করে একটা চড় মারল অজয়ের গালে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন চীনা তাদের সামনে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল তাদের দিকে রাইফেল তাগ্ করে। অজয় আর উৎপল বুঝল তাদের মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই। তখন তারা

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দ হল

রক্ষা করেছে। অবশ্য, তারা আপনাদের একেবারে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেনি। তারা, প্রথমতঃ, চেয়েছিল 'কুওমিণ্টাং' এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে এবং দ্বিতীয়তঃ তারা আপনাদের অনুসরণ করে নিশ্চিন্তে গুপ্তধনের জায়গায় পৌঁছাতে চেয়েছিল।"

"তবুও আমাদের এই ভাবে রক্ষা করবার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।" বল্‌ল উৎপল।

খানিক্ষণ ভেবে অজয় বল্‌ল "আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, কলকাতায় আমাকে ক্যাপ্‌টেন লীর হাত থেকে কে বাঁচিয়েছিল? নক্সাটা ত ইচ্ছে করলে আপনারাই জোর করে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে পারতেন।"

"আমিই আপনাকে ক্যাপ্‌টেন লীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আমার গুলিতেই তার মৃত্যু হয়। নক্সাটা নেইনি এই জন্য যে তা'তে কুওমিণ্টাং এর সঙ্গে আমাদের প্রকাশ্য সংঘর্ষের ঝুক্কি নিতে হ'ত। এদিকে তারা আমাদের চেয়ে দলেও অনেক ভারী।"

এমন সময় চশমা চোখে একজন জাপানী ভদ্রলোক অজয়কে সম্বোধন করে বল্‌লেন "আপনাদের প্রাণ রক্ষার আর একটা বড় কারণ হ'ল, আপনারা কর্ণেল তামুরার সুহৃদ মিঃ অতীশ ব্যাণার্জ্জির আত্মীয়।"

অজয় বুঝ্‌ল 'কোকুরিউ-কাই' উৎপলকেও তার কাকার আত্মীয় বলে ধরে নিয়েছে।

কুরি পাউণ্ড সোণা 'কোকুরিউ-কাই' আপনাদের যথাসময়ে গোপনে কলকাতায় পৌঁছে দেবে।"

অজয় আর উৎপল যুগপৎ সহানুভূতি এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লেঃ হায়াশীর দিকে তাকিয়ে রইল।.....যথাসময় বিকেল চারটার সময় দেখা গেল একটা 'এরোপ্লেন'কে তীব্রবেগে কলকাতার দিকে উড়তে।

সমাপ্ত